











Eden Buildings, Dacca.

আল্লাহো আকবার ॥  
সর্ব উত্তম ? আমল ? সাবেকী ছাপা ?

# আবদুল আলী গারলী নিবারণ সুন্দরীর পুথি ।

সায়ের—মুনসী মোহাম্মদ ইউছু সাহেব ।

598-7  
18-8-65



প্রিন্টার এম, হাকী আহছান উল্লা  
আলিয়া প্রেস, চুরিহাটা ঢাকা ।

সন ১৩৭০ বাংলা মূল্য পঞ্চাশ পয়সা ॥০ আনা





# আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি।

## প্রভৃতি

পয়ার \* প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥ ছায়া নাই  
কায়া নাই স্মার আকার \* হস্ত নাই পদ নাই নাহি তার শির।  
অথগু মহিমা প্রভুর নিম্নল শরীর নাহি খায় অন্য দানা নাহি যায়  
যুম ॥ কি হালেতে চলে বান্দা সদায় মালুম \* চুরি কি ডাকাতি  
কিন্মা করে জেনাকারী ॥ একে দৃষ্টে চেয়ে দেখে আপে আল্লা বারী \*  
বান্দাকে করিয়া পয়দা প্রভু নিরাজন ॥ দুনিয়ায় ভেজিয়া দিল বন্দেগী  
কারণ \* বদেতে নারাজ প্রভুর নেক কায়ে রাজি ॥ সেখানে না খাটিবে  
দুনিয়ার ফেরেবাজি \* তিলে২ হিসাব লইবে আল্লা সাই ॥ অসময়  
কান্দিলে উপায় বুদ্ধি নাই \* সময় থাকিতে কর আখেরের কাজ ॥  
যাতে আল্লা রাজি থাকে না নয় নারাজ \* প্রভুর প্রশংসা এবে রহিল  
বারণ ॥ যা বাপ ওস্তাদের কথা শুন দিয়া মন \* নতশিরে নমস্কার ওস্তাদ  
চরণ ॥ কাব্যরত্নে যার যত্নে পাখল স্মরণ \* জনক জননী পদ বন্দি বহবার  
তাদের চরণে যোর শত নমস্কার \* মহম্মদ ইউনুছ কহে মনে করি ভীত  
ক্ষমিবে জানিলে দোষ বালক রচিত \* আমি অতি মুখমতি বিদ্যা বুদ্ধি  
হীন ॥ ছোটকালে পাটশালাতে পড়েছি কত দিন ও বিদ্যা বুদ্ধি হীন  
কিন্তু মুখ পণ্ডিত ॥ সায়েরী করিতে ইচ্ছা মনেতে বাঞ্ছিত \* এই  
পর্যন্ত ক্ষান্ত দিনু এই সব বাণী ॥ প্রভু স্মরি আরন্তিনু কিচ্ছার কাহিনী \*



কেছা আরন্ত ।

ধূয়া—শুন সাধু ভাই ॥ আবদুল আলীর গুণের সীমা নাই ॥

প্রভুর নাম আরাধিয়া, রক্তুলের নাম মনে লিয়া, আবদুল আলীর ছিল  
খালপা কাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, সমান কেহ নাই \* বয়স যখন  
বৎসর কুড়ি, হাণ্ডা খায় অথৈ চড়ি, বরিশাল জিলাতে গেল ভায়াসা  
চাইবার লাই ॥ সেখা যাই কিবা করে, সহর ঘুরিয়া ফিরে, আচম্বিতে  
গারওয়ালের এক দলে পড়ে যাই \* পাহাড়িয়া ঘারওয়াল তারা, নিত্যকর্ম  
সপ' ধরা, শতঃ সপ' রেখেছে খাচাতে আটকাই ॥ দাড়াইশ আইল  
চন্দ্রপোড়া, দুধরাজ, তিলইক্কা বড়া পানক শকনা কত লেখা জোখা নাই  
ঘারওয়ালের এক মেয়ে ছিল, বয়স পনের ষোল, আশী চেয়ে চুল ঝাড়ে  
চিরণী লাগাই ॥ যেছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাদি হুস্তের গেটা, হর  
পরি ঘোহ যায় থাকুক গোসাই \* কপালে তিল কোটা, জানু সম  
কেশের জোটা, আকুয়ার আছে কন্যা বিবাহ হয় নাই ॥ যারের তুলভ  
ধন, নাম সাথে নিবারণ, আচম্বিতে আবদুল আলীর নজর পড়ে যায় \*  
নিবারণকে চক্ষে দেখি, পলক না যারে আখি, প্রেম বান হুদে আসি  
বিম্বিলেক যাই ॥ আবদুল আলী যেইস্থানে, নজর করে নিবরণে, দুই  
জনের দৃষ্টির প্রেমচক্ষের আশনাই \* দুইজন দুইখানে রহে, ছটফটে অঙ্গ  
দহে, ভঙ্গ প্রেমে কদাচিত রঙ্গ লাগে নাই ॥ কহে করি হীনমতি,  
চৌপদীতে দিতে ইতি, আবদুল আলীর বিবাহ কথা পয়ারে জানাই \*

পয়ার \* এইখানে আবদুল আলী ভাবে মনে ॥ কিরূপে মিলন  
হবে নিবারণের সনে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বুদ্ধি করে সার ॥ সপের  
কুণ্ডলি বিনা না দেখি নিস্তায় \* ভায়াস দিবস ভরি খাড়া ছিন্ন এখা ॥  
একজন ঘারওয়ালের নাহি পাই কথা \* শত জন মধ্যে এক নাহি পোছে  
বাত ॥ কেমনে করিব প্রেম নিবারণের সাথ \* এ বলিয়া প্রভু নাম স্মরণ  
করিয়া ॥ সপ' সব বন্ধ করে কুণ্ডলি ফুকিয়া \* সে সময় দিময়নি লুকায়  
অন্তরে ॥ রাত্রি ভর রহে আবদুল দোকানির ঘরে \* প্রভাতে ঘারওয়াল  
সব করে কোন কাম ॥ সপ' ঝুড়ি কান্দে লিয়া চলিল গেরাম এ সপ' নাচ  
বায়না যাব সেইখানে হৈল ॥ ঝুড়ি হৈতে সপ' নিকালিতে না পারিল \*  
সরম পাইয়া সবে আসিল ফিরিয়া ॥ সবে মিলে করে যুক্তি নিরালা  
বসিয়া \* জিন্দগী ভরিয়া সপ' নাচাইয়া খাই ॥ আজি কেনে সবের এই  
দশা হইল ভাই \* নজিবের দোষে কহে একজন ॥ আর ২ জন বলে



তাহা না হবে কখন \* কল্য যে বিদেশী এক মোদের মোকাম ॥ সারা  
দিন খাড়া ছিল তার এই কাম \* এই শুনে সবে বিগ্ন স করিল ॥  
হেনকালে আবদুল আলী আসিয়া পৌছিল \* ঘারা ওালেরা দেখিলেন  
আপমা নজরে ॥ কেহ বলে যার ধর বিদেশীর তরে \* বুন্ধি হস্ত জনে  
বলে না কহ এমন ॥ এইজন সামান্য না হবে কদ'চন \* তার দারা হয়  
যদি মোদের বিহিত ॥ তথাপি তাহার নট না করা উচিত \* এই কহি  
ঘার ওালেরা করে কোন কাম ॥ আবদুল আলীর নিকটেতে পৌছিল  
তামাম \* ছালাম আলেম দিয়া পুছিল খবর ॥ কোথা হৈতে আসিয়াছ  
কোথা তোর বর \* উচ্চ কাষ্ঠ চৌকি নিয়া বসিবার দিল ॥ পান  
তামাক দিয়া কত সান্তনা করিল \* নিশ্বাসে আবদুল আলীর পদ্য  
যে ধোলায় ॥ কেহ দাড়াইয়া পাশে করে গায় \* যত ঘার ওালেরা  
সব খেয়যতে রহিল ॥ বহু প্রেম করি পরে থানা হেলাইল \* তার পরে  
আবদুল আলী পুছিল খবর ॥ কি জন্মে আমাকে এত বরহ আদর \*  
ঘার ওাল বলিল তাহা হুজুরে জানাই ॥ কল্য যে আপনি এসেছিলেন  
এ ঠাই \* সে হইতে আগাদের সর্প রাজ যত ॥ নাচে ক্ষান্ত হইয়াছে  
কুণ্ডলির যত \* আমরা ঘার ওাল সর্প নাচাইয়া খাই ॥ হুজুরের নিকট  
কছুর মাফ চাই \* সর্প রাজ দেহ সাংকে প্রকার ॥ য'হা চাহ তাহা  
দিব করিনু করার \* আবদুল আলী বলে আইন্তু মেহমান হইয়া ॥ এক  
জন না পুছিলে আম'র লাগিয়া \* সেইজন্য বহু গোশ্বা হইল মোর মন ॥  
কুণ্ডলিতে বন্ধ করি যত সর্পগণ \* ঘার ওালেরা বলে কর অপরাধ মাফ ॥  
মেহেরবাণী করে ভাল করে দেহ সাপ \* আবদুল বলেন তবে শুনহ  
খবর ॥ নিবারণের সঙ্গে যদি দেও সম্মুখ \* কুণ্ডলি হইতে সর্প করিব  
খালাস ॥ এবে মনস্তাপ ব্যক্ত করহ সম্প্রাস \* সবে বলে এই বাত  
হইলাম রাজি ॥ কিন্তু যত হয় কিনা আমার সমাজ \* নিবারণকে দিব  
বিয়া ক্ষতি কিছু নাই ॥ কোথায় পাইব যোরা এমন জামাই \* এই কহা  
বলা করি সকলে মিলিয়া ॥ আবদুল আলীর সঙ্গে দিল নিবারণের বিয়া \*  
রঙ্গে ঢঙ্গে সমাধা হইল শুভ কাজ ॥ কুণ্ডলি হইতে মুক্ত করে সর্প  
রাজ \* দিন যগি লুকাইয়া রহনি হইল ॥ আবদুল আলি নিবারণের  
বাসরে পৌছিল \* নিবারণ আছিলে পত্ত তাকাইয়া ॥ হেনকালে  
আসিয়া পৌছিল প্রাণপিয়া \* দোহানের রূপে দোহে আছিল মগন  
নিমিষে হইয়া গেল প্রিয়ার দরশন \* মধুপানে উন্মত্ত আছিল তার মন  
তাহার দিগুণ বন্ধি ছিল নিবারণ \* পালকে যাই কহা কোলে

করি ॥ কানাই পাইল যেন রাখি কা সুন্দরী \* ছয়ফল মূলক যেন পায়  
লালমতি ॥ রত্ন সেন পায় যেন কত্যা পদাবতী \* সেই মত  
আবদুল আলী পায় নিবারণ ॥ খুসিতে ভুবিতে হয়ে তুষ্ট হইল মন \*  
এইমতে দুই মাস গত হইয়ে গেল ॥ আবদুল আলী নিবারণে কহিতে  
লাগিল \* কহিয়া বলিয়া দোহে বিদায় হইল ॥ আবদুল আলী নিবারণ  
দেশেতে পৌছিল \* আবদুল আলির মায় যদি পাইল খবর ॥ পুত্র বধু  
দেখি বুড়ি খোসাল অশ্রু \* তুষ্ট হইবে পুত্র বধু কুলি লৈল কোলে ॥  
লক্ষ লক্ষ চুসন দিল শ্রীকণ্ঠ কপালে \* পুত্র বধু লয়ে বুড়ি খোসালে  
সহিল ॥ এইরূপে এক সাল গোজারিয়া গেল \*

### সপের গান আরম্ভ

চিনৎ মিল \* আবদুল আলী নিবারণ, খুসি খোসালিতে দোন  
ধাকে হামেহাল, দেখনা বিধিয়ে কিবা ঘটায় জঞ্জাল ॥ শুন যত শুণীগণ  
করিয়ে খেয়াল \* একদিন নিবারণে শুয়েছিল তুষ্ট মনে, বিছানায়  
উপর, স্বপনেতে দেখে এক সর্প অজাগর ॥ কহিতে লাগিল সর্প নিবারণ  
গোচর \* নিবারণ তোমাকে বলি, তোমার পতি আবদুল আলী জানে  
সর্প ধরিতে পাটুয়াখালি, দক্ষিণ মুখি থাকি গারাতে ॥ দৌল্লা একটা  
পাঠা নিবে আয়ায় ধরিতে \* এমত স্বপ্ন দেখে নিবারণ শুয়ে শয্যাতে  
চমকি উঠয় আচম্বিতে, দেখে আবদুল বলে হায়রে হায় ॥ কি জন্যেতে  
প্রিয়শিনি কাপে সর্প গায় \* শান্ত হয়ে নিবারণে, কহে আবদুলের  
কানে শুন দিয়া মন, যেই মতে আসি মর্পে দেখাইল স্বপন, একেই আদি  
অন্তু কহে নিবারণ \* এত শুনি আবদুল আলি, প্রভুর নাম নাহি বলি, দর্প  
কৈরে কয়, পাঠা বলি চাহে মোই কোন সর্প হয় ॥ পাঠা না দি ধরব সর্প  
তাতে কিবা ভয় \* দাড়ি মাঝি ডাকি তখন, বলে নৌকা কর সাজন,  
যাব সর্প ধরিতে, অধীন বলয় তোমার মৃত্যু নিকটে ॥ প্রভুর নাম  
পাসরিলা মরনের পথে \*

### আবদুলের মায়ের বিলাপ

ধূয়া—বাছারে তোরে, মায় নিষেদ করে ॥ আবদুলেরে যেওনা

দুঃখিনির বাছা তোর মায় নিষেদ করে \*

সর্প ধরিতে মায়ের আবদুল, চড়িয়া নৌকায় ॥ পাষান হুদে মারি  
কান্দে আবদুল আলীর মায় \* যেইওনা ২ বাছা সর্প ধরিবার ॥ ছট ফট  
করে যেন কলিঙ্গা আমার \* এক মায়ের এক পুত্র নিব্বনীর ধন ॥ তোমার  
ছাড়িয়া মায়ে ত্যজিন জীবন \* বারে২ যাওরে নিমাই নাহি করি মানা ॥



আজি কেন যায়ের মনে প্রবোধ যানেনা \* নাহি যাও বাছা ধন যায়ের  
কথা শুনি ॥ আজিকার মহিম কান্তু কর যাদুগনি \* এইমত কান্দিয়া ২  
বুঝায় তার মায় ॥ কিছুতেই না মানিল যায়ের কথায় \*

চিতং হিল \* তেরশ পনের সালে, মাঘ মাসের আট দিনে, বরিশাল  
জিলায়, বরিশালের অহর্গতে ঘটনা উদয় ॥ কহিতে সে সব কথা, প্রাণে  
নাহি সয় \* সে সব কথা বলিতে, বাসনা হইল মনেতে, শুনেন সর্বজন,  
কর্ণ লাগাইয়া শুনেন সে সবকথন, ক্রূপে সে আবদুল আলীর হইতেছে  
মরণ \* বাড়ি ছিল খালপা কাটা, রূপে গুণে পরিপাটি, এক বিবি ছিল  
তার, সতর খানি নোকা ছিল তার আড্ডাকার ॥ সপ' ধরা বিনে তারগো  
না ছিল কারবার \* মাঘ মাসের আট রোজ্জেতে, লোক জন লইয়ে  
সাথে সপ' ধরিতে, সতর খানা নোকা লইয়া গেল পাটুয়া খালিতে ॥ লোক  
জন রাখি আবদুল উঠিল কুলেতে \* জননীও নিবারণে, দাড়ি মাঝি  
সর্বজনে, রাখিয়া নোকায়, একেলা চলিল আবদুল সপ' যথায় ॥  
সপের গাড়া দেইখে নিরক্ষিয়া চায় \* কোথায় ডাকিছ সপ', করিয়াছ  
মহাদপ' এখন রহিলে, কোথায়, ছত্রিশ রাগিনি আবদুল বাসিতে  
ফুকায় ॥ শুনিয়া সে বাশীর সুর, সপে' অঙ্গরে ফুলায় \*

পয়ার \* সপ উঠা যন্ত্র ফুকে বাশির ভিতর ॥ গাড়ার সমুখে  
আবদুল কহে বারে বারে \* আগে তুমি নিবারণকে দেখাইছ স্বপন ॥  
আমারে দেখিয়া কেন রহিলে গোপন \* দোলা পাঠা আনিয়াছি তোমার  
লাগিয়া ॥ গাড়া হইতে উঠে এক বার যাও দেখা দিয়া \* শীঘ্র আস  
গাড়া হইতে না করিও ভয়ানা উঠিলে গাড়া খুদি ধরিব নিশ্চয় \* একেতে  
ছিরের বাত আর বিনার সুর ॥ শুনি উঠে মহাসপ' নৃত্তিকা করি চুর \*  
কবিবলে আবদলের বিধি হইল বামা গাড়া হইতে অঙ্গফুলাই উঠে শঙ্করাম  
চিতং মিল \* কম্পানির ইঞ্জিলের কলে, কল টিপিলে ধূয়া চলে,  
সোঁ সোঁ শব্দ ভরঙ্গর, সেই মত উঠে সপ' করি চুরমার ॥ শুনিয়া সে শব্দ  
আবদল কাপে থরং \* হুহুকার করি সপে' মাথা তুলে মহাদপে', চক্ষু  
যেলি চায় এক মুঠী ধূলা মারে সপের মাথায় ॥ নাহি মানে ধূলা পড়া  
অমনি সে পেচায় \* পেচাপেচি বিষম পেচি, হাড় মাংস লিল খেচি,  
আবদল বলে হায়রে হায়, কোথা রইল মা জননী, সপে মোরে খায় ॥  
কোথা রইলে নিবারণ এসনা তরায় \* সোয়া হাত সাপ ছিল, পাচল্লিশ  
হাত হইয়া গেল, নামে সঙ্করায়, সতর ছোড়া বাশের সঙ্গে অমনি পেচায়

## আবদুল আলার বিলাপ ॥

পয়ার \* আহারে পাপিষ্ঠ সপ' দুই দুঃচার ॥ বধু সঙ্গে দপ' করি  
হইলাম রংহার \* নিবারণের সঙ্গে কত করিলাম ভেদ ॥ মরণ কালে না  
শুনিলাম মায়ের নিষেধ \* কৈয়রে পবন ঘাই জননীর কাছে ॥ তোমার  
পুত্র আবদুল আলির সাপে ধরিয়াছে \* কোথায় রইল ইষ্ট মিত্র কোথায়  
বন্ধুগণ ॥ কোথায় রইল সন্তরখানি নৌক'র মহাজন \* কোথায় রইল  
দাড়ি মাঝি কোথায় লোকজন ॥ নিদানে পাইয়া সপে' বধিল জীবন \*  
সিমাল ধুতি জরির টুপি কোথায় চিকন ॥ কোথায় রইল অস্ত্রের ভূষণ  
কোথায় নিবারণ \* মনেতে আশঙ্কা করি যোর খাইবার ॥ এখন যদি  
নিবারণ পায় সমাচার \* কখন না খাইতে না পারিবে কদাচন ॥ এত বলি  
আবদুল আলি ছুড়িল কান্দন \* নছিবোতে ছিল সাপের দংশণে মরণ ॥  
হায় হায় কোথায় রইল শূনের নিবারণ \* কৈইওরে পবন তোমার পুত্রের  
মরণ ॥ তালস করিয়া তারে আন এইক্ষণ \* এইমতে বিলাপিয়া কহে  
প্রভুস্থান ॥ হেনকালে খবরিয়া আইল একজন \*

চিতং মিল ॥ কাটাখালির তমিচ্ছদিন, তার ভাই যমিচ্ছদিন, সে  
বাস কাটিতে যায়, এক ফোটা রক্ত পরে তমিচ্ছদিন গায় ॥ এ হাল দেখে  
ধায় তমিচ্ছ সাপুড়িয়া হথায় \* আরও রক্ত বাশের গোড়ায় রক্ত দেখিয়া  
উপরে তাকায়, নজর করে চায়, সপের পেচে দেখি এক মানুষ তথায়  
পেচাইয়া ধরছে সাপে বাশের আগায় \* দেখি সেই মহাসাপে, তমিচ্ছদিন  
অঙ্গ কাপে, ভয়েতে পলায়, নদীর কিনারে থাকি ডাকে সাপুড়ায় \* সাপের  
মুখে একজন মানুষ মারা যায় \* সাপুড়া ২ ভাই ডাকি, ভোগ একজন  
মানুষ নাকি আজ সাপে ধরে খায়, একথা শুনিল কেবল আবদুল আলির  
মায় ॥ হইল কি হইল বলি এগো ভূমিতে লুটায় \*

## জননীর দোছরা বিলাপ

পয়ার \* এই কথা যবে মায়ে কণেতে শুনিল ॥ আত্মঘাতি হইল  
মায়ে ভূমিতে পড়িল \* কি শুনিলাম কি শুনিলাম ওরে যাদু মণি কে  
কহিল ২ যোরে এই ব'নী কেনে যাদু মায়ের কথা করিলে অদুল ॥ কে  
নিল ২ মায়ের প্রাণের আবদুল \* কে নিল ২ ঘোর চক্ষের আঞ্জনা ॥ কি হইল  
ঘোর নয়নের ধন \* কে নিল ২ মায়ের নয়নের জ্যোতি ॥ কে নিল ২ মায়ে  
হল আত্মঘাতি \* কে নিল কে নিল মায়ের করে বুক খালি ॥ কেমনে  
দংশিলে সাপ মায়ের আবদুল আলী \*



## নিবারণের বিলাপ ॥

চিতং মিল ॥ এমত বিলাপ করে, ধৈর্য ধরাইতে নারে, আবদুল আলীর মায়, পোড়ামুখি কপাল তোর মন্দ হয়ে যায় ॥ গোস্বা হইয়ে নিবারণের লাখি মারে গায় \* ছিল ঘুমোতে, শ্মশুর পদাগাতে, অমনি উদ্দিশ পায়, ঘুমের ঘোরে শ্মশুড়িয়ে কি জন্তু জাগায় ॥ কান্দিয়া২ কহে কথা আবদুল আলির মায় \* নিবারণ তোর কপাল দোষে পতি তোর সাপে দংশে, কহিব তোমায়, নছিব হইল মন্দ দংশে স্করায় ॥ কি করগো নিবারণ শুয়ে বিছানায় \*

পরার \* এক লাখি দুই লাখি তিন লাখি পর ॥ চৈতন্য সন্তোষ কন্যা নিবারণ সুন্দর \* কি হৈল২ বলি কান্দে উভয় ॥ আত্মা বিধি বজরাযাত পড়িল মাথায় \* কেমন সাপে খায় জানি পতি প্রাণধন ॥ আহা প্রভু দঃখিনি যে ত্যজিব জীবন \* সে সাপের সন্ধান পাইলে মারিতাম কাছাড় আহা বিধি হইলাম বুঝি কাছা বয়সে রাড়ি \* এমত বিলাপ কন্যা কান্দে উভয় ॥ তৈল শিন্দুব মাথে দিয়ে আসি ধরে চায় \* সিতার সিন্দুর হইলেক মলিন আকার ॥ হায় হায় স্বামি বিনে জীবন অসার \* আবদুলের শোকেতে কান্দর নিবারণ ॥ পশুপক্ষী কান্দে আর পাড়া পড়শিগণ \*

চিতং মিল ॥ শোকের মউজ উঠে নিবারণের হ্যঙ্গ ফাটে, বলে শ্মশুড়ির সদন, স্বামী অদর্শনে করিব গরল ভক্ষণ ॥ বিদায় দাও জননি মা যাব পতির দর্শন \* পাগলিনী যত কান্দে, কেশ বেশ নাহি বাজে, কান্দে পতি বাস মুড়ার আগায় \* নিবারণ সেখানে গেল, দৌলী পাঠা বলি নিল সর্প নামের পর, চতুর্দিকে লোক খাড়া কাতারে কাতার ॥ হয় হ'য় করে কেহ কান্দে জারে জার \* একের মুখে শুনি এক ধৈর্যে আইল শত লোক, সে সব চাইতে, কুল বধু যুবা ঘেয়ে আইল দেখিতে ॥ ফুক মারে দেখি আবদুল সাপের পেচোতে \* থাকুক পুরুষ যত রমণীগণ শত২ এল ধাতু বাই এক বধু কহে একে যাবিনিলো রাই ॥ সাপে গাছে মানুষ তোলে এমন শুনতে পাই \* এক বধু লগগি করতে লোটা হালে বাহিরেতে, আসি শুনতে পায়, গাছের গোড়ায় লোটা রাখি লোক চলিল তরায় ॥ কত বধু ঘেয়ে এল বদ্র নাহি গায় \* হাজার২ লোক আসিয়া জমা হইলেক দেখে আবদুলের মরণ, কেহ কান্দে কেহ ধন্দে, অজ্ঞান যেমন ॥ কেহ হইল হুশ হারা কেহ ভয়ে কম্পমান \* সরস্বতী আসব যেন চারিদিকে লোকগণ মধ্য গায় গান, সেইরূপ খাড়ালোক মধ্যে স্বামীর বিচ্ছেদ ধনি শোকাকুলি মন

পয়ার \* তারপর নিবারণ করে কোন কাম ॥ করিয়া মহিনী হস্ত  
পড়িল তাযায় \* হস্ত পড়ি যিগজ্জ বরি জ্বিনে ফেলায় ॥ ভো ভো  
শব্দ করি কড়ি উঠিল তরায় \* কড়িকে বলিল ধনি আগে ছিলে কার ॥  
আগে ছিলাম তব পিতার এখন তোমার \* ঘোর যদি হবে কড়ি কহি  
বারেবার ॥ যন্তকে কামড়ি ধর সপ সঙ্করার \* এত শুনি সেই কড়ি  
কুদিয়া চলিল ॥ সাপের যন্তকে সেই কামড় মারিল \* নড়িতে চড়িতে  
সপের শক্তি না রহিল ॥ ষোল পেচি লেজ ভ্রমে খসাইতে লাগিল \*  
থেকে কড়ি সাসের মাথায় মারয় টকরা নিদানে সেদুই সাপ হইল কাতর  
আপন লেজের পেচ খসাইয়া লয় ॥ পাচচল্লিশ হাত সপ ছিল সোয়া  
হাত হয় \* গড়াইয়া দুই সাপ মাটিতে গিরিল ॥ আবদল আলি বাশের  
ঝাড়ে আটক রহিল \* কেহ যাই বাশ পরে সাপ উঠাইয়াছিল ॥ সেই  
বাশের ডাল ভাঙ্গি পিঠেতে লাগিল \* সাপ কাটা তন্ত্রে আর ফুকে যনে  
যন ॥ বহুক্ষণ আর ফুকে কিছু হুশ হন \*

ধানায় একাহার ও পুলিশের তদন্ত

নিবারণ স্বামীকে নিয়ে নাশিকাতে হাত রাখিয়ে, সোয়াস ঘইরে  
চায় কিঞ্চিৎ বিলম্বের তরে কিছু নিদ্রাস পায় ॥ দশটি টাকা দিয়ে নিল  
আমতলি থানায় \* দাবোয়া জিজ্ঞাসা করে, মৈল বেটা কি প্রকারে কহনা  
ঘোরে সাপ কাটা রুগী কহিল তারে ॥ একথা হিরালাল বাবু বিশ্বাস  
না করে \* সাপ কাটা লাস হইলে হাত পাও কেন ভাঙ্গিলে, সত্য  
কৈরে কও, অন্যথ কথ্য কেন কহিয়া বাড়িও ॥ পষ্টভাবে কথা কইলে  
সম্মান নিয়ে যাও \* দেখ চিনা বেত দিয়া ফটাইয়া দিব টিয়া, বুঝিবে  
পাছে, স্বামি ঘাইরে বলছে মাগি সাপে কাটিয়াছে ॥ ও সব কথা নাহি  
খাটে পুলিশের কাছে \* এত শুনি নিবারণে, ভয় পেয়ে যনে যনে, বুদ্ধি  
কৈল সার, দশ টাকা গোপনে দিল হাতে দারগার ॥ ঘুষ পেয়ে হিরা  
লালে করিল অভয় \* নিবারণের জবাববন্দি, শুনি সব কথায় সন্ধি চলে  
ঘটনার স্থান তদন্ত করিয়া পরে আসে তুরযান ॥ উপরে লিখিয়া দিল  
সাপে কাটা করণ \*

উভয়ের বিলাপ

চিতং মিল ॥ সেথা হইতে নিবারণে, পতি লয়ে নিজ স্থানে  
কেন্দে যায় উচচসরে, ধরি ক'ন্দে শাপুরি গলায় ॥ হেলায় হারাইলু আমি  
পতি সামরায় \* আবদল আলীর মায়ে বলে, কেনে বিধি দেখ ইলে পুত্রের



উচ মুখ, পাশাণে মারিয়া যাথা ফাটাইল বুক, কোথায় চৈলাছ বাচা  
 অমায় দিয়ে দূঃখ, এক পুত্র ছিলে তুমি, কপে গুণে মহানামি, দূঃখিনীর  
 ধন, বিদেশে অসিয়া বাছার হইল মরণ ॥ এত শুনি কান্দে যত নৌকার  
 মহাজন \* বধুও শান্তুরি কান্দে, কেশ বেশ নাহি বাক্কে, করে হায় হায়  
 আহা বিধি কিবা দূঃখ ঘটাইলে অমায় ॥ কি দোষে শান্তুরী গো আমার  
 নছিব টইলে যায় \* এই মতে বিলাপিয়া, সপের পাতিল হাতে লৈয়া,  
 কহিল বচন, আমার পতিকে সপ কৈরাছ দংশন ॥ দেখ পতির দাদা  
 তোমার করিব শোধন \* শুন কহি ওরে সপ, তব চেয়ে বড় সপ,  
 নিজ গুণেতে দপ চূর্ণ করি লাথি মারি যুগেতে ॥ সেই জনের স্বামী  
 মারা যায় তোব ততে ॥ শত পক্ষ ভাগে তাহা, হিসাবেতে হয় যাহা,  
 তোমার মুখেতে, উঠাইয়া নিব আমি নিজ গুণেতে \* খণ্ড খণ্ড তোমার  
 মুণ্ড করিব পনেতে \* এমত বড়াই করে, কহে কথা সে সাপেরে, একে  
 নাহি ভার, অধীন গুণ না লাগিবে আর ॥ আরশে থাকিয়া আল্লা  
 হইল বেজার \* নিবারণে বলে সপ কোথায় রে তোর মহাদপ এখন  
 একা পতিকে পাই, কবেছ দংশন \* হস্ত ফুকি করে অশ্রু দিল নিবারণ  
 তখনে যাইয়া কড়ি, যুগ বসে চড়ি, কি করে তখন ॥ যন২ হস্তফুকে  
 গুণের নিবারণ ॥ দেখনা কি ভাল ঘটায় নিরাজন \*

পয়ার \* তারপরে কিবা হয় শুন গুনিগণ ॥ কড়ি প্রতি আদেশ  
 করিল নিবারণ \* কড়িকে বলিল তুমি আগে ছিলে কার ॥ পূর্বে ছিহু  
 তব পিতার এখন তোমার, মোর যদি তও তুমি হইলাম খুসি ॥ শত  
 পক্ষ অংশে যাহা লও শিল্প চুশি \* হকুম পাইয়া কড়ি করিল পালন ॥  
 নিবারণ যন্ত্র পাঠে ফুকে যনে ঘন \* প্রভুর আদেশ রদ হইবার নয় ॥  
 আজাজিল তরে প্রাণ হকুম করয় \* যাওরে সয়তান তুমি নিবারণের  
 দোলে ॥ যত যন্ত্র ভুলাইয়া দেহ এক কালে \* আমার তরসায় বেটি না  
 করিল কাজ ॥ এখন তাহারে আমি কি দিব লাভ ॥ আজাজিলে \* শয়তান  
 লই প্রভুর আদেশ ॥ নিবারনের শরীরেতে করিল প্রবেশ \* গাওয়ে সপ  
 মুখ একত্র করিল ॥ লে সময় অ জাজিল যন্ত্র ভুলাইল \* ঘুমাই ফিরই  
 যন্ত্র পড়ে বারেবার ॥ কোনমতে না পারে পড়িতে পুনঃবার \* কড়ির  
 দংশনে সপ আছিল হয়রান ॥ যন্ত্র ভুলনেতে সপ পাইল আছান \*

চিত্তং মিহ \* যন্ত্রেব জোর না পাই কড়ি, সপের যুগ দিল ছাড়ি  
 কড়ি গড়াইয়া পড় \* খলাস পাইয়া সপ ভরিল গোস্বায় ॥ দেখনা

কি হাল পরদা করিল খোঁদায় \* গোশা হৈয়ে সাপ, ঘাশ ছাড়ে  
 অগনি তাপ, ভয়ে নিবারণ, হায় মুখে সদা পাগলের লক্ষণ ॥ সমকালে  
 পাসরিল প্রভু স্বৰণ \* গোশায় সে শঙ্করায়ে অগনি সমধর হৈয়ে,  
 লইয়ে মুখে আকাশে উঠিল, লই আবদুল আলীকে ॥ আচম্বিতে বজ্রসেল  
 পড়িল বৃকে \* নিবারণ সেই ঘড়ি আচম্বিতে ভূমে পড়ি, পতির কারণ  
 আহা বিধি এই বুঝি অদৃষ্টে লিখন \* হারাধন দিয়ে পুনঃ নিলে কিকারণ  
 এই তোর ছিল যনে, কেড়ে নিলে পতি যনে প্রভু নিরাক্তন ॥ এ পোড়া  
 যৌবন আর রাখি কি কারণ ॥ স্বামী বিনে কাযিনী বিফল জীবন \* হায়  
 বিধি কি করিলে, দুঃখানলে ভাসাইলে নাহি দেখী কুল ॥ অধিন বলয়  
 তোমার দিশা হৈল ভুল ॥ যার পাশে কান্ন তুমি সে বিপকের মূল \*

জননীর ভেছরা বিলাপ ॥

চিত্ত মিল \* কেহ যাই খবর পৌছে, আবদুল আলীর মায়ের  
 কাছে, কহিল যাই ॥ তোমার পুত্র নিল সপে' শুন্তোতে উড়াই, মুচ্ছা  
 গত ভূমে পড়ি লুটাই \* হায় হায় কৈরে বুড়ি, মাথায় মারে সোটার  
 বাড়ি, উন্মাদের প্রায় ॥ এইনি ললাটে লিখে ছিলে বিধাতায়, মাতা  
 রেখে পুত্র আগে সর্গে চলে যায় \* নিবারণে কেন্দ্রে বলে, শ্বাশুড়ির  
 ধরি গলে, প্রাণ ফেটে যায় কোথা গেলে পাব আমি বাক্য শ্যামরায় ॥  
 কোথা নিল অদৃষ্ট না জানি নিশ্চয় \*

পয়ার \* এইখানে এই কথা রহিল রাহিণ ॥ আবদুল আলির কথা  
 কিছু শুন শুনিগণ \* আবদুল আলীকে নিয়া সপ' দূরচার ॥ মুলানি নগরে  
 গিয়া হইল নমুদার \* গিরহের বধু এক সেই নগরের ॥ ঝাড় কাশ  
 করিতে আছিল উঠানের \* মেঘের গর্জন যত কম্পিত মেদিনী ॥  
 শুনিয়া আকাশ পানে দেখে সেই ধনি \* শুন্তো দেখ অজাগর মনুষ্য তার  
 মুখে ॥ দেখি বধু শ্বাশুড়িকে ঘন ঘন ডাকে \* দেখগো শ্বাশুড়ি আসি  
 করিয়া নজর ॥ মুখেতে মানব শুন্তো উড়ে অজাগর \* তা শুনিয়া যত  
 নারী ধাইয়া আসিল ॥ হায় হায় শব্দ মুখে বলিতে লাগিল \* কাহার  
 বাচাকে জানি সপে' নিয়ে যায় ॥ হায় জানি কেমনে রহিছে তার মায় \*  
 অবলা কালেতে বধু মা বাপের ধর ॥ যিয়ারতির নিকটে শিখিয়াছিল  
 মন্ত্রর \* আচম্বিতে সেই কথা ছইল শ্বাশুড়ি নিকটে বধু কহিল  
 তখন \* শুনগো শ্বাশুড়ি আমি তব পারে ধরি ॥ আপনার হুকুম হইলে  
 লাগাইতে পারি \* এই কথা শ্বাশুড়িয়ে বধন শুনিল খুসি হইয়ে বধু  
 প্রতি হুকুম করিল \* হুকুম পেয়ে মন্ত্র পাঠে হস্তের পিছা দিয়া



মৃত্যুকাতে তিন বারি মারিল কসিয়া \* উক'মুখি মৃত্যুকাতে ধুম জালাইল ॥  
সেই সহরেতে সপ' লামিয়া আসিল \* সপ' পড়ি মারিলেক অজাগরের  
গায় ॥ পাঁচ চল্লিশ হাত সপ' সোয়া হাত হয় \* ফের সপ' পড়িয়া দিল  
সেই ধনি ॥ চুফল হইতে মুখ উঠায় তখনি \* পুনঃবার সপ' মারে বিবি  
নেককার ॥ ডংস ঘাতে মুখে বিষ করিল আহার \* তারপর সপ' রাজ বিদায়  
হইল ॥ দণ্ডচারি বাদে আবদুল উঠিয়া বসিল \* সকলে বলিল তারে  
কিবা তব নাম ॥ কোন জাতি হও তুমি কোথায় মোকাম \* একথা শুনিয়া  
আবদুল কান্দিয়া উঠিল ॥ আদি অন্ত সব কথা প্রকাশ করিল \* বিবিকে  
ডাকে মা মিয়াকে ডাকে বাপ ॥ দাণ্ডা পানি করে বিবি যেমন এনছাক \*  
পতি অদর্শনে নিবারণের খেদ

ধূয়া—বন্ধু আড়নয়নে ও নাথ আড়নয়নে \* তোরে  
আড়নয়নে দেখিলামনা ॥

ত্রিপদী \* অবলা কালেতে নাথ, বিয়া হৈল তোমার সাথ, একদিন  
না বন্ধিনু স্মৃথে ॥ যা বাপের ঘরে ছিনু, পতি কি ধন না বুঝিনু, এবে মোর  
জীবন গেল দুঃখে \* তুমি নাথ দূরদেশ, আমি নারি তনু শেষ, ভাবিতে  
হই ক্ষয় ॥ মনে কহে কিবা করি আজ্ঞাধাতি হয়ে মরি, বিষ খেয়ে মরিব  
নিশ্চয় \* আহা সপ' দুঃখমতি, কোথা লুকাইলে পতি, তাহা নাহি জানি  
অভাগিনি ॥ নিষ্ঠুর তোমার মন, কেড়ে পতি প্রাণধন, দুঃখনিরে কলে  
কাঙ্গালিনী \* একবার বাশগাছে, অভাগিনি যাই পুছে, লামাইনু পেয়ে  
বড় দুঃখ ॥ ফের তুলি আকাশেতে, কোথায় নিলা আচম্বিতে নাহি দেখি  
পাত প্রাণমুখ \* এমত আক্ষেপ মনে, কান্দে সদা নিবারণে মুখে সদা  
করে হায় ২ ॥ কোথা রৈল প্রাণপিয়া, অভাগিরে পাসরিয়া, মন দুঃখে  
বারমাসী গায় \*

নিবারণের বারমাসী ॥

চিত্ত মিল \* প্রথম মাঘ মাসে, মোর পতি সপে ডংশে, দুঃখ  
গেল মাস ॥ নুতন যুবতিরা মন অভিলাষে, স্বামী পাসে থাকে খোসে  
মোর সর্বনাশ \* এইমত জাড়ার দিন, যুবতী রমণীগণ, জরাজরী হই ॥  
সোয়ায় তারা পতি কোলে লই, আমি দুঃখি পোড়ামুখি পতি ঘরে নাই \*  
আইলরে ফালগুন মাস, মোর পতি দূরদেশ আছে কিনা নাই, আশিধরি  
চাহে সিন্দুর মলিন হয় নাই ॥ মাঘে রপে নিয়ে দিবে, ফালগুনে পৌছাই \*

পয়ার \* চৈত্র মাসে স্বান্তুরিগো হালিয়ার বনে বিচ ॥ আনগো  
কোটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ \* একেত রবির জালা প্রচণ্ড অনল ॥

সমুদ্রেতে ঝাপি দিলে না লাগে শিতল \* এইত বৈশাখ মাসে শ্রুশাগ  
 নালিত্য ॥ সব লোকে স'গ যোর হস্তে তিতা \* অক্ষে পাখা নাই পতি  
 পাসে উড়ি যাব ॥ বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাব \* তৈষ্ঠ মাসে খায়  
 সবে আয় কাঠাল বসে ॥ কারে লয়ে খাব আজি পতি নাই দেশে \*  
 আমিত অবলা নারী পতি ঘরে নাই ॥ রক্তনী কাটাই আমি কার মুখ চাই  
 আযারেতে নব জল খালে আর বিলে ॥ প্রাণবন্ধ নাই ঘরে কেবা জল  
 চালে \* অবলা কালেতে যোর না পুরিল আশ ॥ হায় নাথ অভাগিনী  
 সমূলে বিমাশ \* শ্রাবন মাসে পতি সাম্য নয়া নবিন খায় ॥ যোরকপালে  
 মন্দ পতি সর্পে নিয়ে যায় \* আহারে পাণিষ্ট দুষ্ট দুরাচার ॥ কোথা  
 নিয়ে রেখে আছ পতিকে অ'মার \* এইত ভাদ্র মাসে গাছে পাকতাল  
 যোগের যোগিনী হয়ে হস্তে লির খাল \* হস্তে খাল লই আমি ভিক্ষা  
 মাগি খাব ॥ যথায় গেছে প্রাণনাথ তথায় চলে যাব \* আশ্বিন মাসেতে  
 নাথ বারিষার শেষ ॥ না আসিল প্রাণ সখা না পুরে আবেশ \* কা্তিক  
 মাসে অবলার প্রাণ নতে দ্বিব ॥ সমস্ত রক্তনি কাদে চক্ষে বহে নীর \*  
 হেনকালে কেবা আসি কতিস বচন ॥ থাক থাক দৈর্ঘ্য ধরি ওবে নিবারণ  
 পৌষ মাসে তোমার পতি অসিবে নিশ্চয় ॥ মনব'ঞ্জা হবে পূর্ণ নাহি  
 কিছু ভয় \* এত শুনে খুসি প্রাণে গায় হইল বল ॥ কৃষিয়ে পাইল যেন  
 বরিষার জল \* শিশুয়ে পাইল হাতে পুণিমার চান, ॥ অক্লুনে পায় যেম  
 পুনঃ চক্ষু দান \* অগ্রাণ পৌষ কাটে ধনি হস্তেতে গণিয়া ॥ এই মাস  
 ব'দেতে অসিবে প্রাদপিয়া \* সাজ সয্যা করি হেথা রহ নিবারণ ॥  
 আবদুল আলীর কথা কিছু শুন দিয়া মন \* গুলাদি নগরে থাকে যাহার  
 যোকায় ॥ দাওয়া পানি করি কিছু পাইল আরাম \* এক সাল সেইখানে  
 শুকরে যখন ॥ মাতা বধুর কথা তার হইল স্বপ্ন গিরন্তেগো বধু থাকে  
 মাতা ভেকেছিল ॥ কহিয়া সবাকৈ আবদুল বিদায় হইল \* এইমতে  
 কিছুদিন শুজারিয়া যায় ॥ আপন বাটিতে আবদুল আসিয়া পৌছায়  
 নিবারণে দেখে স্বামী মাতা পুরের মুখ ॥ কাদিয়া কাটিয়া সবে  
 সাসরিল দুঃখ ॥ মোহান্দর ইউনুছ কহে সালাম আমার ॥ ভুল চুক যাক  
 চাই ওয়াস্তে আলার \*



আ

সমুদ্রে

নালি

পাতে

সবে

আনি

আষ

ঢালে

সমুদ্রে

যন্দ

নিয়ে

যো

মাপি

নাথ

যা

হেন

পৌ

কিছু

বরি

পুন

ব'ত

আ

যো

গু

যা

কি

নি

স

চা

# আলিমী লাইব্রেরী সংগ্রহ তালিকা

করাণ নরিক কলিকাতা ছাপা	চন্দ্রশেখর বোস	পদ্মের দরিয়
এ লকৌ	অ'জ'দবেল অম্বু	বহরল হাসান
এ লাহোই	অ'হ'ক'মাহ হ'ল'ত	পঞ্চ যারকত
এ বোবাই	জব্বার	আবুদায
এ দিলী	আল'উদ্দিন	যারকতে বাওলা
এ মেজাদি	আলিম'হু পোল'হ'হ'ম	আবদুল আলী গারুলী
এ জব্বার	বোহে হোলেমারী	ককির বিলাশ
এ মেজাদেবল নরিক	মকমে হোলেমারী	চ'হি তালেমারী
মাজিলা মেজাদেব কোতা	তোলেমাত হোলেমারী	তালিমুদ্দিন বাংলা
জমাতে মুহম হইতে জমাতে	আজ'দবেল হোলেমারী	মেজাদেবল এলাহ
উলা পর্জ্যু পাইবেল	তাজ হোলেমারী	মেজাদেবল এলাহ
কাবলা, বক আমপারা	আবকাবুল মে'হ'লেমারী	মুহম্মদ আল গাফি ক'পু
আলেকলাম, আমপারা	এ হায়েতমারী	বাগিচা আবদাইম
আমপারা বাজলা	নহি'তমেজা	মাজাতল আরওরা
দোয়া গাজল আরব	নেল'বোম প'র	মাজাতুল কোরকাম
দোয়া গাজল আরব বাজলা	গাজি ক'পু চন্দ্রাবতী	নেল পেওরা
ভেলুয়া হু'বরী	ল'ল'ব'পু ম'হ'জ'ম'জ	ক'হ'ম'বিল বাংলা
খোদবা, পাভ'হ'রা	গ্ল'ক মজরী	জব্ব হো'হ'রা
নামাক লিকা, হীরার ব'মি	উত্তমক ভোলেবা	দিন্ন ক'বা প'র
মাইক ভাণ্ডার ও মনমোহন	বসমেজা, ক'পু দি'রা	হা'ত'ক'ম' ভা'মাই
হরকল মুহুক বসিউল'মাল	খোলে ব'কা'ওলী	ককির বৌ ব'র ভা'মি
মেওনামা তালেমারী	হা'তেম'ওই	ফারউল ইমান বাংলা
মিহাকনামা, মেব ককির	খব'ব'র জব্বার	বোহা'ম'ত মু'মি'রা
আহ'রা'ব'ম'লা'ত	মজিমে কারবাল	বিহার দি'বু হ'কা'ব' ম'হ'লা
নিয়ামতে মু'মি'রা	আমির বা'র'জা	মারে বেক'রা বাংলা ভা'ল
ফা'ম'বে মু'মি'রা	মাজাতলাল	পাঁজর (উপন্যাস)
এলাহুল কোকিয়া	কেহ'হ'ল আ'ব'ি'রা	মারে বেক'রা উ'বু
কা'ম'বেব করব	ক'হ'হ'লে আব'ক'ম	এ আরবী
চৌক উজির, ক'ব'লা প'রী	মজি'ব'ল এ'হ'লা'ব	বাং বৌপু'ব' ব'হ'ব'ল বাংলা
আ'বে'রী জামা'বা	দিলী কর'হ'র, লাইলী মজ'বু	এ হাদি

আলিমী লাইব্রেরী লক্ষ্য করুন পুস্তকগুলির নাম দেখুন। অসম্পূর্ণ  
আবস্থা কখনও অসম্পূর্ণ মিলে লক্ষ্য করুন কোথাও অসম্পূর্ণ পাইবেন।  
এই বিবরণ টিকানা

**আলিমী লাইব্রেরী**  
চক্ বাজার, ঢাকা-১

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

কালি

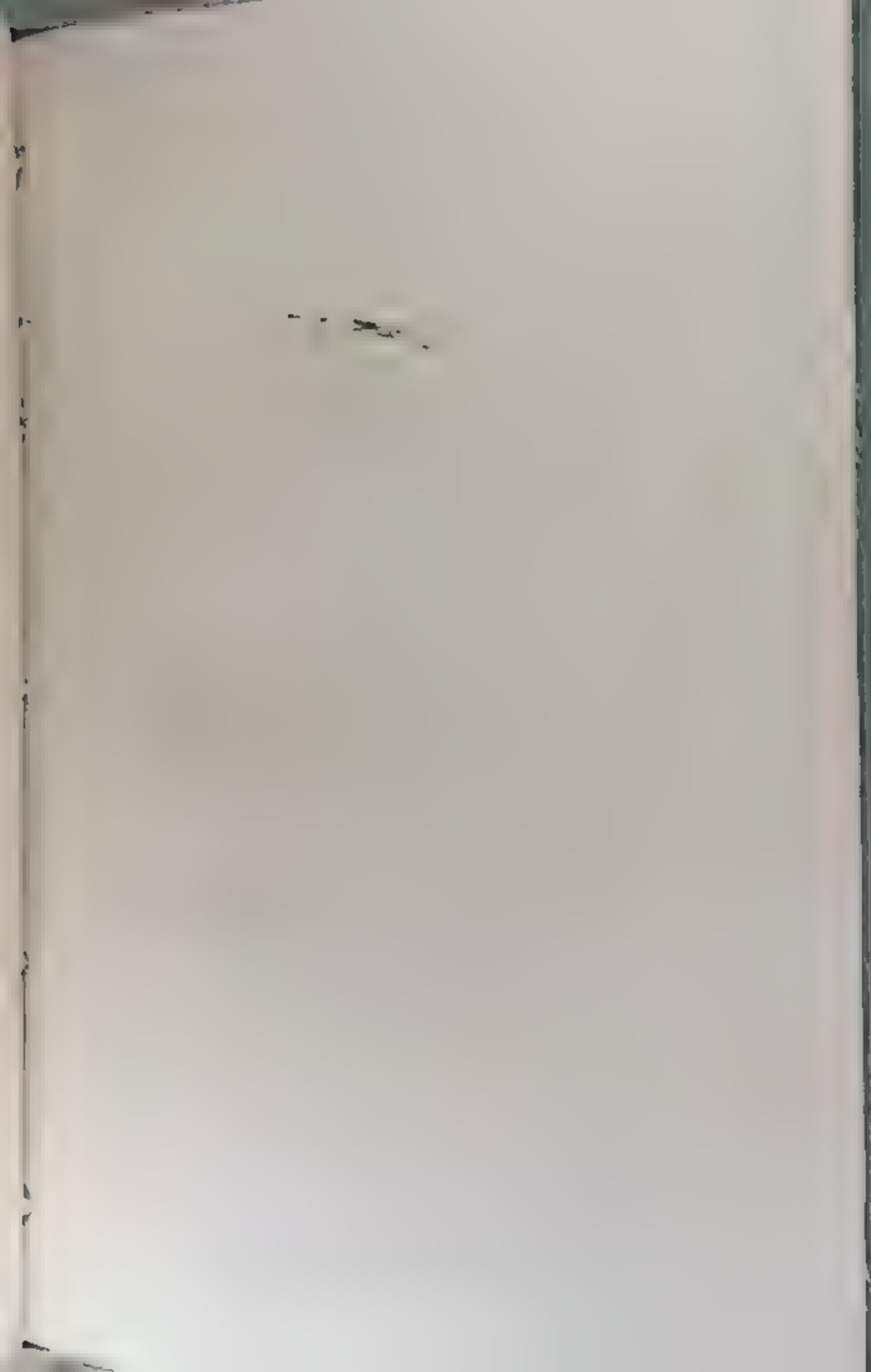
কালি

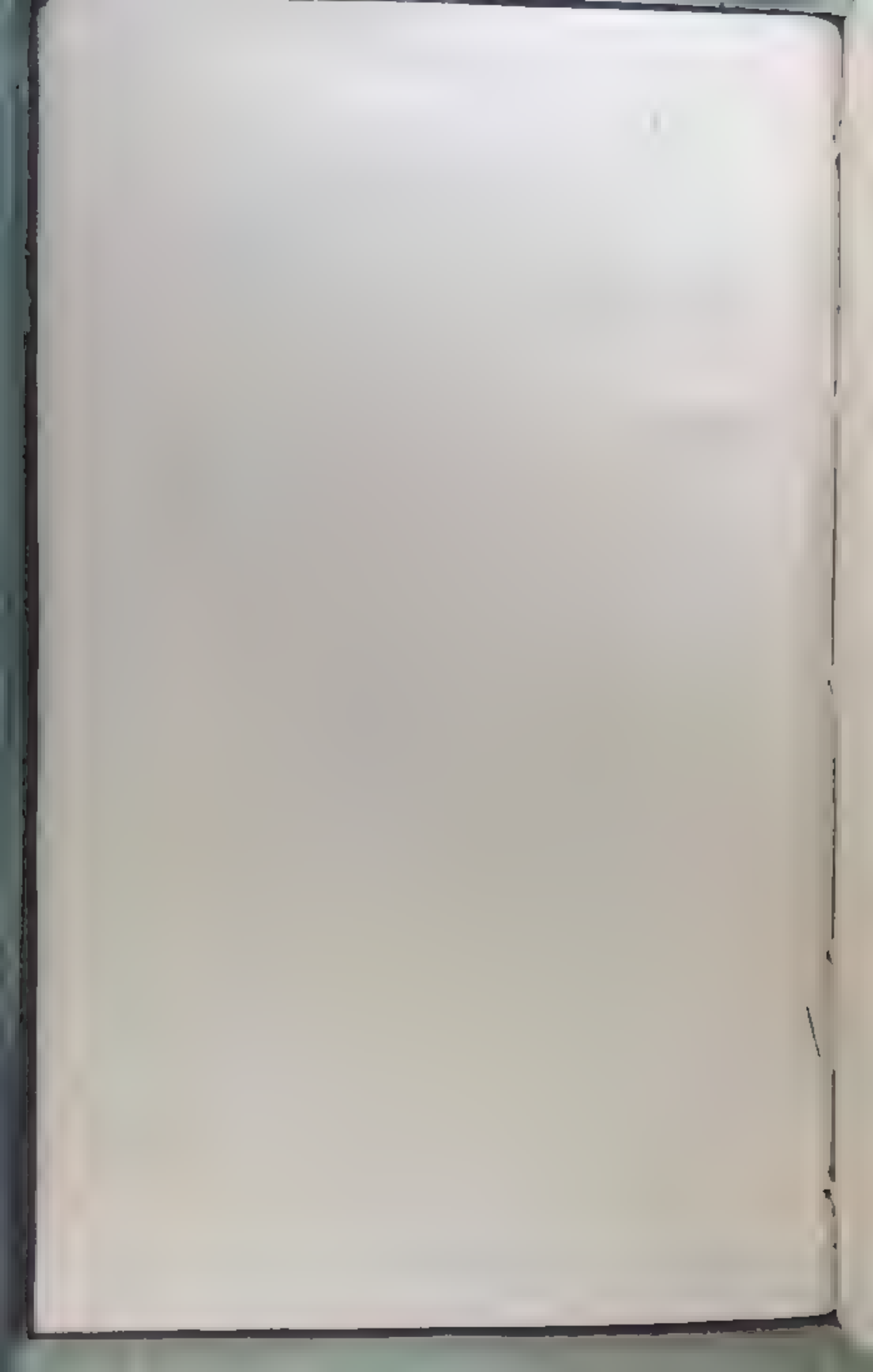
কালি





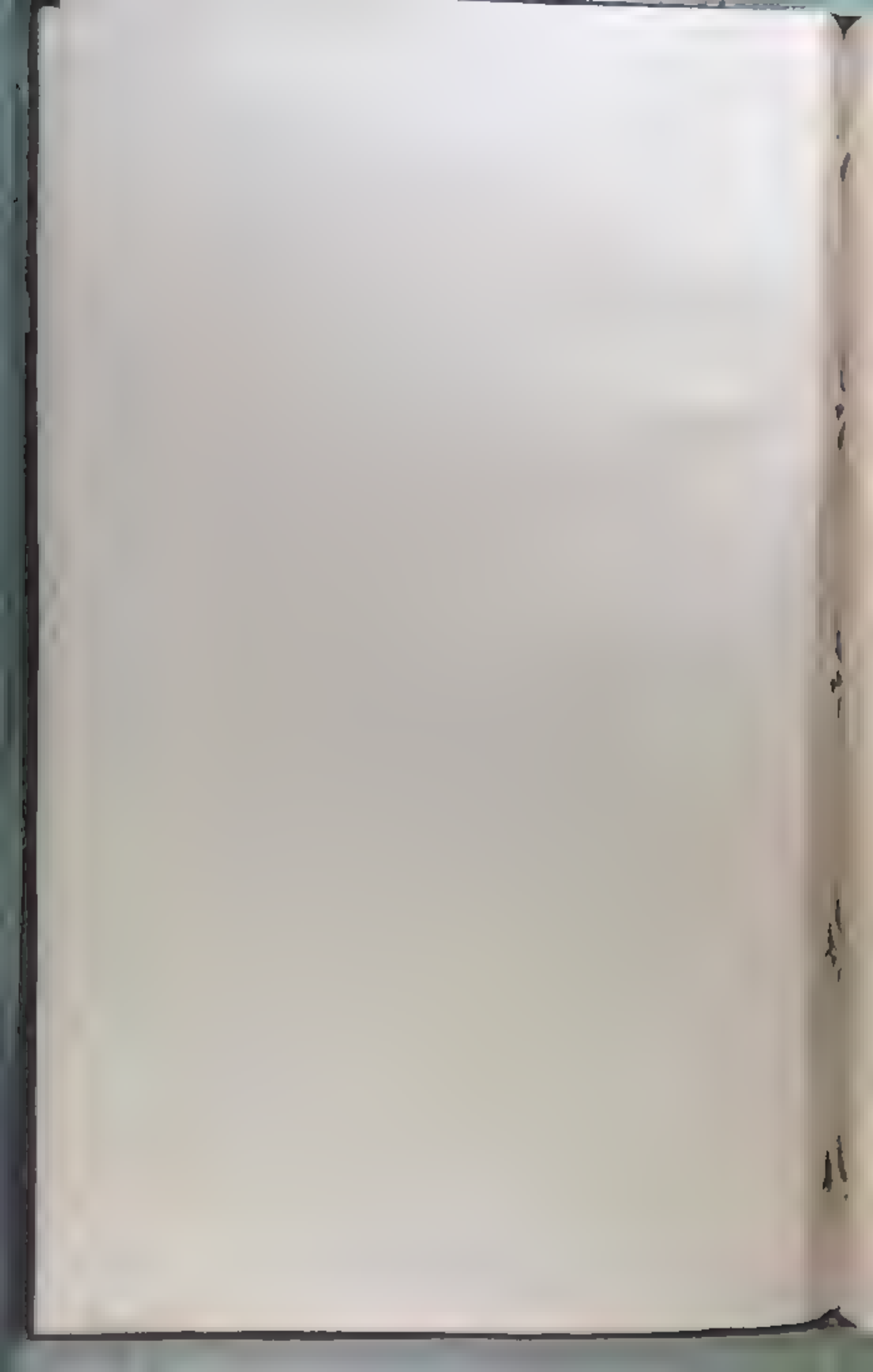
























જાણી ગાંધી

મો: રાજી

રાજી રાજી